# ২০২০

# আধুনিক ভারতীয় ভাষা — বাংলা

## (বাণিজ্য বিভাগ)

**পূর্ণমান - ৫০**

*প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।*

*উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।*

**[For Candidates of 2017-18 Batch, Vide CSR/64/17 dated 14.09.2017]**

১। নিম্নোদ্ধৃত ***যে-কোনো একটি*** প্রবন্ধ-অংশ অবলম্বনে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় লেখো।

(ক) কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক নামের একটা মোহিনী শক্তি আছে, লোকে সেই নাম শিখিলে স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করে। 'গাটাপার্চা' এইরকম একটি মুখরোচক শব্দ। ফাউন্টেন পেন চিরুনি চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বহু বস্তুর উপাদানকে লোকে নির্বিচারে গাটাপার্চা বলে। গাটাপার্চা রবারের ন্যায় বৃক্ষবিশেষের নিষ্যন্দ। ইহাতে বৈদ্যুতিক তারের আবরণ হয়, জলরোধক বার্নিশ হয়, ডাক্তারি চিকিৎসায় ইহার পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণত লোকে যাহাকে গাটাপার্চা বলে তাহা অন্য বস্তু। আজকাল যেসকল শৃঙ্গবৎ কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে তাহার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।—

নাইট্রিক অ্যাসিড তুলা ইত্যাদি হইতে সেলিউলয়েড হয়। ইহা কাচতুল্য স্বচ্ছ, কিন্তু অন্য উপাদান যোগে রঞ্জিত চিত্রিত বা হাতির দাঁতের ন্যায় সাদা করা যায়। ফোটোগ্রাফের ফিল্ম, মোটর গাড়ির জানালা, হার্মোনিয়মের চাবি, পুতুল, চিরুনি, বোতাম প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপাদান সেলিউলয়েড। অনেক চশমার ফ্রেমও এই পদার্থ।

রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়া ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট প্রস্তুত হয়। বাংলায় ইহাকে 'কাচকড়া' বলা হয়, যদিও কাচকড়ার মূল অর্থ কাছিমের খোলা। ইবনাইট স্বচ্ছ নয়। ইহা হইতে ফাউন্টেন পেন চিরুনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

আরও নানাজাতীয় স্বচ্ছ বা শৃঙ্গবৎ পদার্থ বিভিন্ন নামে বাজারে চলিতেছে; যথা— সেলোফেন, ভিসকোজ, গ্যালালিথ, ব্যাকেলাইট ইত্যাদি। এগুলির উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালী বিভিন্ন। নকল রেশম, নকল হাতির দাঁত, নানারকম বার্নিশ, বোতাম, চিরুনি প্রভৃতি বহু শৌখিন জিনিস ঐসকল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়।

আর একটি ভ্রান্তিকর নাম সম্প্রতি সৃষ্টি হইয়াছে— 'আলপাকা শাড়ি'। আলপাকা একপ্রকার পশমী কাপড়। কিন্তু আলপাকা শাড়িতে পশমের লেশ নাই, ইহা কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত।

টিন শব্দের অপপ্রয়োগ আমরা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি। ইহার প্রকৃত অর্থ রাং, ইংরেজীতে তাহাই মুখ্য অর্থ। কিন্তু আর এক অর্থ— রাং-এর লেপ দেওয়া লোহার পাত অথবা তাহা হইতে প্রস্তুত আধার, যথা 'কেরোসিনের টিন'। ঘর ছাহিবার করুগেটেড লোহায় দস্তার লেপ থাকে। তাহাও 'টিন' আখ্যা পাইয়াছে, যথা 'টিনের ছাদ'।

(অ) 'গাটাপার্চা' বলতে কী বোঝো?

(আ) 'সেলিউলয়েড' কী?

(ই) 'কাচকড়া' কাকে বলে?

(ঈ) শৃঙ্গবৎ পদার্থ কী? তা কীভাবে তৈরি হয়?

(উ) 'টিন' বলতে কী বোঝানো হয়? ৪+৩+২+৩+৩

(খ) আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত— যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা— যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর— সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরি ভাষা কোনো কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে— যেমন সাফ্ ইস্পাত মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর— আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা— সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল— ঐ এক চাল নকল ক'রে অ-স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়— লক্ষণ।

(অ) পাণ্ডিত্য বলতে কী বোঝায়? বিদ্বানরা কীভাবে শিক্ষা দিয়েছেন?

(আ) চলিত ভাষার শিল্পনৈপুণ্য কীভাবে হয়?

(ই) মনের ভাব প্রকাশের উপযুক্ত ভাষার পরিচয় দাও। (২+৩)+৫+৫

২। (ক) আমফানের প্রভাবে মানুষের দুর্দশা বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো। ১০

*অথবা,*

(খ) সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিম্নলিখিত অংশটির কমবেশি ৫০ শব্দে পুনর্নির্মাণ করো। ১০

সমস্যার অন্ত নেই। কারও বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ। কেউ বা ধর্ষণে অভিযুক্ত। কারও বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ। এমনই নানাবিধ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তাঁরা। সকলেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। আর তাঁরাই কি না রায়বেঁশে নাচ দেখাবেন! এমন ঘোষণা হতেই মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু হয়েছিল দর্শকদের মধ্যে। অনুষ্ঠান শেষ হতে অবশ্য তাঁদের সেই বিস্ময় বদলে গিয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত হাততালিতে। বন্দি নৃত্যশিল্পীদের 'পারফরমান্স'-এ মুগ্ধ দর্শকাসনে বসা বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

বৃহস্পতিবার নিউটাউনের মেলা প্রাঙ্গণে সূচনা হয়েছে 'আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা'র। আয়োজক ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স। সেই মেলারই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে নৃত্য পরিবেশন করলেন দমদম সেন্ট্রাল জেলের কয়েকজন বন্দি। যন্ত্রানুষঙ্গের দায়িত্বেও ছিলেন তিন বন্দি। গত সাতবছর ধরে দমদম জেলের বন্দিদের নৃত্যসংক্রান্ত কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত আছেন চিরন্তনবাবু। তিনি জানালেন, জেলের অন্দরে অন্য সাংস্কৃতিক কর্মসূচির সঙ্গেও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকেন বাপি-শেখর-আশা-দুলেরা।

৩। যে-কোনো পাঁচটি শব্দের বাংলা পরিভাষা লেখো। ৫

Accident-Prone, Article, Basic Pay, Casual, Defamation, Injunction, Linguistics, Notification, Select Committee, Tradition.

৪। (ক) "তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে"... কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'প্রত্যেকের করে' যে ন্যায়ের দণ্ড অর্পণ করার কথা বলেছেন তার পরিচয় দাও। ১০

*অথবা,*

(খ) "শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন" কবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণ করে কাব্য-সৌন্দর্য বিচার করো। ১০

৫। (ক) 'পোস্টমাস্টার' গল্প অবলম্বনে রতন চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো। ১০

*অথবা,*

(খ) 'ছুটি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ১০

---